সুসন্তান গড়ার দিকদর্শন

সিরিজ ২

চোখের শীতলতা



আমজাদ হুসাইন ভুঁইয়া

amzadinsight

সুসন্তান গড়ার দিকদর্শন · সিরিজ ২

চোখের শীতলতা

সন্তানের প্রতি মা-বাবার ভালোবাসা, দয়া ও দায়িত্ব

মা-বাবা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য

আমজাদ হুসাইন ভুঁইয়া

amzadinsight

www.amzadinsight.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬

প্রথম পর্ব: ভালোবাসা ও দয়া

মমতা: আল্লাহর রেখে দেওয়া আমানত ১০

দয়াই প্রতিপালনের ভাষা ১৩

কন্যাসন্তান: ঘরে আসা রহমত ১৭

দ্বিতীয় পর্ব: ধৈর্য ও ভারসাম্য

হারানোর বেদনায় ধৈর্যের প্রতিদান ২৩

সন্তানের ভালোবাসার আগে আল্লাহর ভালোবাসা ২৭

শাসনেও মমতা ৩১

শেষ কথা ৩৬

পাঠকের প্রতি ৩৭

ভূমিকা

রাত দুটো। হাসপাতালের করিডরে একজন বাবা পায়চারি করছেন। ভেতরে তাঁর তিন বছরের মেয়ের জ্বর কিছুতেই নামছে না। সারা দিনের অফিস, যানজট, ক্লান্তি, কিছুই আর তাঁর মনে নেই। মনে আছে শুধু একটি মুখ। এই অস্থিরতা কেউ তাঁকে শিখিয়ে দেয়নি। এই টান কোনো বই পড়ে আসেনি। আল্লাহ নিজে এই ভালোবাসা মা-বাবার বুকে রেখে দিয়েছেন।

সন্তানের প্রতি মা-বাবার এই মমতা পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক অনুভূতি। কিন্তু স্বাভাবিক বলেই এর কোনো দিকনির্দেশনা লাগবে না, তা নয়। ভালোবাসা কখনো অন্ধ প্রশ্রয় হয়ে যায়, কখনো এক সন্তানের প্রতি বেশি টান অন্যজনের মনে ক্ষত তৈরি করে। কেউ ছেলের জন্ম হলে মিষ্টি বিলান, মেয়ের জন্ম হলে মুখ ভার করেন। কেউ সন্তান হারিয়ে আল্লাহর ওপর অভিমান করে বসেন। আবার কেউ এত ভালোবাসেন যে সন্তানের ভুল শোধরানোর সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেন।

এই বই সেই ভালোবাসাকে বোঝার চেষ্টা। ইসলাম এই অনুভূতিকে কীভাবে দেখে, কীভাবে একে সম্মান করে, আর কোথায় একে সঠিক পথে চালিত করে, তাই নিয়ে আলোচনা। এখানে আছে সন্তানের প্রতি দয়ার শিক্ষা, কন্যাসন্তানের মর্যাদা, সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ, সন্তান হারানোর বেদনায় ধৈর্যের প্রতিদান, ভালোবাসার ওপরে আল্লাহর ভালোবাসাকে স্থান দেওয়া, আর প্রয়োজনে মমতা নিয়েই শাসন করার পদ্ধতি।

বইটি "সুসন্তান গড়ার দিকদর্শন" সিরিজের দ্বিতীয় বই। প্রথম বইয়ে আমরা দেখেছি, সন্তান প্রতিপালনের যাত্রা শুরু হয় বিয়ে থেকে। এবার সেই যাত্রার পরের ধাপ: সন্তান যখন কোলে আসে, তখন মা-বাবার হৃদয়ে যে ভালোবাসা জাগে, তাকে কীভাবে সুসন্তান গড়ার শক্তিতে পরিণত করা যায়।

এই সিরিজের চিন্তার ভিত্তি গড়ে উঠেছে শাইখ আবদুল্লাহ নাসিহ উলওয়ান রহিমাহুল্লাহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ «তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম»-এর আলোকে। তবে

এটি সেই বইয়ের অনুবাদ নয়। আলোচনা সাজানো হয়েছে নিজের মতো করে, আজকের বাংলাদেশি পরিবারের বাস্তবতা মাথায় রেখে। তাই এই বইয়ের উপস্থাপনা, ব্যাখ্যা আর সমকালীন সংযোজনের সব দায় সম্পূর্ণভাবে বর্তমান লেখকের, মূল গ্রন্থের সম্মানিত লেখকের নয়।

আমজাদ হুসাইন ভুঁইয়া

amzadinsight

প্রথম পর্ব

ভালোবাসা ও দয়া

সন্তানের প্রতি মা-বাবার মমতা, দয়ার শিক্ষা আর কন্যাসন্তানের মর্যাদা

amzadinsight

amzadinsight

১

অধ্যায়

মমতা: আল্লাহর রেখে দেওয়া আমানত

> *সন্তানের জন্য মা-বাবার বুকে যে টান, তা আল্লাহরই দেওয়া। এই টান না থাকলে পৃথিবীতে কোনো শিশু বড় হতো না।*

একবার ভাবুন তো, যদি মা-বাবার মনে সন্তানের জন্য কোনো টান না থাকত, তাহলে কী হতো? কে রাতের পর রাত জেগে কাঁদতে থাকা শিশুকে কোলে নিয়ে হাঁটত? কে নিজের খাবার কমিয়ে সন্তানের পাতে তুলে দিত? কে সন্তানের অসুখে নিজের ঘুম হারাম করত? মানুষের বংশধারা হয়তো অনেক আগেই থেমে যেত।

আল্লাহ তাই মা-বাবার হৃদয়ে এক আশ্চর্য মমতা রেখে দিয়েছেন। এই মমতাই তাঁদের সন্তানের লালনপালন, দেখাশোনা আর কল্যাণের চিন্তায় সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখে। কুরআন বলে, এটা সেই ফিতরাত, যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই। (সূরা রুম, আয়াত ৩০)

কুরআনের তিনটি ছবি

কুরআন সন্তানকে তিনটি সুন্দর রূপে তুলে ধরেছে। কোথাও বলেছে, সম্পদ আর সন্তান দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য। (সূরা কাহফ, আয়াত ৪৬)। কোথাও সন্তানকে বলা হয়েছে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত, যার জন্য শুকরিয়া আদায় করতে হয়: "আমি তোমাদের সম্পদ ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করেছি, আর তোমাদের সংখ্যায় বাড়িয়ে

দিয়েছি।" (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৬)। আর কোথাও সন্তান হলো চোখের শীতলতা, যদি তারা মুত্তাকিদের পথে চলে। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা দোয়া করেন, "হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের জন্য চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন, আর আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।" (সূরা ফুরকান, আয়াত ৭৪)

সৌন্দর্য, নিয়ামত আর চোখের শীতলতা, তিনটি ছবি মিলে একটি কথাই বলে: সন্তান আনন্দের উৎস, কিন্তু সেই আনন্দ পূর্ণ হয় তখনই, যখন সন্তান আল্লাহর পথে বড় হয়। এই বইয়ের নামও সেখান থেকেই।

কবিদের চোখে বাবার হৃদয়

আরবি সাহিত্যে সন্তানের প্রতি মা-বাবার ভালোবাসা নিয়ে অনেক হৃদয়ছোঁয়া কবিতা আছে। প্রাচীন আরব কবি উমাইয়া ইবনে আবিস সালত তাঁর অবাধ্য ছেলের উদ্দেশে লিখেছিলেন, ছোটবেলায় যে ছেলের অসুখে তিনি সারা রাত জেগে কাটিয়েছেন, যেন অসুখটা ছেলের নয়, তাঁর নিজের; সেই ছেলে বড় হয়ে যখন কঠোর আচরণ করে, তখন বাবা শুধু এটুকু চান, অন্তত প্রতিবেশীর মতো আচরণটুকু যেন সে করে।

আরেক প্রাচীন কবি হিত্তান ইবনুল মুআল্লা নিজের ছোট মেয়েদের কথা লিখেছিলেন। তাঁর ভাষায়, এই মেয়েগুলো যেন পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ানো তাঁর কলিজার টুকরো; বাতাসও যদি তাদের কারও গায়ে জোরে লাগে, তাঁর চোখে আর ঘুম আসে না। আর তাদের জন্যই তিনি জীবনের নানা কষ্ট সহ্য করে টিকে আছেন।

এসব পঙ্‌ক্তি পড়লে বোঝা যায়, যুগ বদলায়, ভাষা বদলায়, কিন্তু মা-বাবার হৃদয় বদলায় না। মূল গ্রন্থে এ রকম আরও কয়েকটি কবিতা আছে, তার মধ্যে আধুনিক কবি উমর বাহাউদ্দিন আল-আমিরির একটি দীর্ঘ কবিতা, যেখানে সন্তানেরা দূরে চলে যাওয়ার পর শূন্য ঘরে একা একজন বাবার হাহাকার ফুটে উঠেছে।

পুরো বইটি পড়তে চান?

এই অংশে আপনি পড়লেন বইয়ের শুরুটুকু। সামনে আছে শিশুর প্রতি দয়ার সুন্নাহ, কন্যাসন্তানের মর্যাদা, সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ, সন্তান হারানোর বেদনায় ধৈর্যের প্রতিদান আর মমতা নিয়ে শাসনের পদ্ধতি।

amzadinsight

www.amzadinsight.com